দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 APR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

C12

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ক্লাসের ওপর জোর দিতে হবে

।। আবুল কাসেম ।।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন সরকারের কাছে প্রদত্ত রিপোর্টে

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পাতার পর)

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নকে এক বিরাট দায়িত্ব বলে অভিহিত করে।

কমিশন উল্লেখ করে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি, মাধ্যমিক স্তরে ৩০ লাখ, মাদ্রাসায় সাড়ে ৭ লাখ, কলেজে প্রায় সাড়ে • লাখ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪২ হাজারের মত এবং পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৬০ হাজার। শিক্ষা প্রসারের ফলে আগামী ক' বছরে এ সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত, দক্ষ ও কর্মক্ষম সুনাগরিক হিসেবে গড়তে হলে, আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের ওপর।

কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে, জনমত যাচাইয়ের সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভারী পাঠ্যসূচী অর্থাৎ অনেক বেশী বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি শ্রেণী উপযোগী নয় এমন বস্তুর ঐ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ এসেছে। যারা পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেন এবং পাঠ্যপুস্তক লেখেন তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে কোন্ স্তরের জন্য তারা লিখছেন এবং কত বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা প্রণয়ন করা হচ্ছে। পাঠ্যসূচীতে বিষয়গুলোর পাঠ্যবস্তু এমনভাবে সমন্বিত করতে হবে যেন শিক্ষার্থীদের বয়সানুপাতে এটা বোঝা না হয়ে দাড়ায় এবং সহজভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কমিশন সময় মত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, ও সংশোধন করার পক্ষে মত দেয়।

কমিশন বলে যে, বিজ্ঞান, কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ব্যবহারিক ক্লাসের দিকে জোর দিতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বোঝে এবং হাতে-কলমে কাজ শেখে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিল্প ও ব্যবসায় চাহিদা অনুসারে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী প্রণীত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সম্পর্কে কমিশন মত দেয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার এমনি পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত অর্থাৎ বিভিন্ন কমিটি ও সমন্বয়ের জন্য পরিষদ থাকা দরকার, যাতে প্রয়োজনে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করা যায়।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর জন্য প্রত্যেক বিষয়ে সাধারণতঃ একটি করে পাঠ্যপুস্তকের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা শিক্ষানীতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক বলে শিক্ষা কমিশন মত ব্যক্ত করে। সাহিত্য পুস্তক ছাড়া দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর জন্য প্রত্যেক বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করে। কমিশন বলে যে, পরিবেশিত অনেক পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় উৎকর্ষের অভাব এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহায়ক গ্রন্থাদির গুরুতর অনটন বিদ্যমান। এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে উপলব্ধি, প্রয়োগ ও সৃজনশীলতা প্রসারের পরিবর্তে গতানুগতিকতা ও বোধহীন মুখস্তবিদ্যারপ্রসারঘটছে

কমিশন মত দেয় যে, উত্তম পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য বিভিন্ন রকম প্রতিভার দরকার। এজন্য কতিপয় ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করার পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। কমিশন পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার, একটি জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠন এবং একটি কেন্দ্রীয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করে। সুলভ মূল্যে পাওয়ার জন্য বিদেশের প্রয়োজনীয় ভালো বই চুক্তি সাপেক্ষে এ কেন্দ্রে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে বলে কমিশন উল্লেখ করেছে।